রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৮, ২০২১

(একই তারিখ নম্বর ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত হবে)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রপ্তানি-১ অধিশাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৭ অক্টোবর ২০২১

বিষয়: **'স্বর্ণ পরিশোধনাগার (Gold Refinery) স্থাপন ও পরিচালনায় অনুসরণীয় পদ্ধতি' গেজেটে প্রকাশকরণ।**

সূত্র: **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-নম্বর:-২৬.০০.০০০০.১০০.৪২.০০৮.২১-১৬৫, তারিখ: ২৩ জুন ২০২১।**

নং **২৬.০০.০০০০.১০০.৪২.০০৮.২১-৩৫২**—উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিত **'স্বর্ণ পরিশোধনাগার (Gold Refinery) স্থাপন ও পরিচালনায় অনুসরণীয় পদ্ধতি'** গত ০৭ জুলাই ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গেজেটে অনাকাঙ্খিত টাইপিং জনিত ভুল থাকায় তা সংশোধন এবং কিছু নতুন সংযোজনপূর্বক সর্বশেষ সংশোধিত কপি এতদসঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

নাজনীন পারভীন
উপসচিব।

স্বর্ণ পরিশোধনাগার (Gold Refinery) স্থাপন ও পরিচালনায় অনুসরণীয় পদ্ধতি (সংশোধিত)

স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ এর ৪.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্বর্ণ পরিশোধনাগার (Gold Refinery) স্থাপন ও পরিচালনায় অনুসরণীয় পদ্ধতি প্রণয়ন করা হলো:

১.০ লক্ষ্য:

স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের অনুসরণীয় পদ্ধতি প্রণয়ন।

১. ১ উদ্দেশ্য:

স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত ও স্বীকৃত অত্যাধুনিক মেশিনারিজ ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার এবং পরিশোধনাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশগত, সামাজিক, ব্যবস্থাপনাজনিত ও গুণগত কমপ্লায়েন্স অনুসরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে অণুসরণীয় পদ্ধতি প্রণয়ন।

১.২ সংজ্ঞা:

ক. **কর্তৃপক্ষ:** এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বলতে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনে অনুমতি প্রদানকারী হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-কে বুঝাবে;

খ. পরিশোধনাগার: এখানে পরিশোধনাগার বলতে অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক (Ore)/ আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ (Dore) পরিশোধনের মাধ্যমে স্বর্ণবার ও স্বর্ণ কয়েন উৎপাদনে নিয়োজিত পরিশোধনাগার-কে বুঝাবে;

গ. **অনুমতি:** বেসরকারি খাতে স্বর্ণ পরিশোধনাগার পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি;

ঘ. PPT: Parts Per Thousand;

ঙ. **বুলিয়ন/বার:** দেশিয়/আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত স্বর্ণবার, বুলিয়ন/বার হিসেবে বিবেচিত হবে;

চ. **গুড ডেলিভারি বা জিডি:** আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা গুড ডেলিভারি হিসেবে বিবেচিত;

ছ. **রেফারি:** আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরপেক্ষ সংস্থা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত Refiners যারা Good Delivery System এর পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন।

জ. **সুপারভাইজার:** Good Delivery System সম্পর্কে অবহিত এবং বার কাস্টিং এর উৎপাদন প্রক্রিয়া নিবিড় পর্যবেক্ষণে সক্ষম ব্যক্তি যিনি পরিশোধনাগারের উৎপাদন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে কারিগরি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

ঞ. **ভল্ট:** ভল্ট বলতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণকয়েন এর সাময়িক মজুদাগার কে বুঝাবে।

ট. Dore: আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণবার যার fineness ৫০০.০ থেকে ৯৫০.০PPT মানের হবে;

ঠ. Ore: অপরিশোধিত স্বর্ণ যার fineness ০.৫০ থেকে ৩২.০ গ্রাম/টন মানের হবে;

১.২ অনুসরণীয় পদ্ধতি প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতা:

ক. বাংলাদেশে স্থাপিত সকল স্বর্ণ পরিশোধনাগার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অনুসরণীয় পদ্ধতি প্রতিপালনে বাধ্য থাকবে।

খ. পরিশোধনারগুলো তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অভ্যন্তরীণ নীতিমালা এবং পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারবে। তবে উক্ত নীতিমালা বা পদ্ধতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অনুসরণীয় পদ্ধতির সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অনুসরণীয় পদ্ধতি প্রাধান্য পাবে।

১.৩ অনুসরণীয় পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়নের ক্ষমতা:

ক. আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানে কোন পরিবর্তন অথবা অভ্যন্তরীণ কোন প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়) যে কোন সময় অনুসরণীয় পদ্ধতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন আনয়ন করবে। কর্তৃপক্ষ অন্ততপক্ষে তিন (৩) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিশোধনাগারকে তা অবহিত করবে এবং পরিশোধনাগার তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ. আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানে কোন পরিবর্তন অথবা অভ্যন্তরীণ কোন প্রয়োজনে পরিশোধনাগারের অনুসরণীয় পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হলে পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে যৌক্তিকতা সহকারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট তা উপস্থাপন করতে পারবে।

২. **স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনে অনুমতি প্রদান:**

২.১ স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনে অনুমতির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে;

২.২ প্রাথমিক অনুমতির জন্য আবেদনকারী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান-কে আবেদনের সাথে নিম্নলিখিত ডকুমেন্ট ও পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে:

২.২.১ কোম্পানি গঠন করতে হবে। কোম্পানি ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন দাখিল করতে হবে;

২.২.২ পরিশোধনাগারে কাঁচামালের অব্যাহত ও নিরবিচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক স্বর্ণখনি এবং আংশিক পরিশোধিতস্বর্ণ (Dore) সরবরাহকারী আন্তর্জাতিক মানের এক বা একাধিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MoU)আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

২.২.৩ পরিশোধনাগারের স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের লে-আউট;

২.২.৪ পরিশোধনাগারে স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে এমন মেশিনারিজের তালিকা, কোন দেশ হতে সংগ্রহ করা হবে সে সম্পর্কিত তথ্য;

২.২.৫ পরিশোধনাগারে স্বর্ণ পরিশোধনে ব্যবহৃতব্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য;

২.২.৬ পরিকল্পিত বর্জ্য (তরল, কঠিন ও বায়বীয়) ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইটিপিসহ উপযুক্ত বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন সম্পর্কিত পরিকল্পনা;

২.২.৭ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরাপদ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

২.২.৮ নিজস্ব ল্যাবরেটরি স্থাপনে মেশিনারিজের তালিকা এবং সম্পাদিত কাজের বিবরণ/পরিকল্পনা (হলমার্ক প্রদান, বিশুদ্ধতা পরীক্ষা), সংশ্লিষ্ট ISO সনদ গ্রহণের পরিকল্পনা;

২.২.৯ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মার্কেট রেগুলেটরী কমিটির সদস্য পদ গ্রহণের পরিকল্পনা;

২.২.১০ নিজস্ব ওয়্যারহাউজ এবং ভল্ট স্থাপনের পরিকল্পনা;

২.২.১১ বার্ষিক অপরিশোধিত (Ore)/আংশিক পরিশোধিত (Dore) স্বর্ণ পরিশোধনের পরিমাণ;

২.২.১২ যে সকল দেশে স্বর্ণবার, স্বর্ণ কয়েন রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে;

২.২.১৩ আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত সুপারভাইজার এবং রেফারি নিয়োগ প্রদান করার পরিকল্পনা;

২.২.১৪ কাঙ্খিত আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণক;

২.২.১৫ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Organogram), সহ বাণিজ্যিক পরিকল্পনা (Business Plan) এর মূল বিষয়াদি দাখিল করতে হবে;

২.২.১৭ শিল্প স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডকুমেন্ট।

৩. **বাছাই কমিটি:** নিম্নবর্ণিত কমিটি স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রাথমিকভাবে সুপারিশ প্রদান করবে:

১.	অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	যুগ্মসচিব (রপ্তানি-১), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো’র উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	আরজেএসসি এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	সিসিআইএন্ডই এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	বাংলাদেশ ব্যাংক এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	পরিবেশ অধিদপ্তর এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	উপসচিব (রপ্তানি-১), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

৩.১ বাছাই কমিটিতে প্রয়োজনে সরকারি দপ্তর হতে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৩.২ **আবেদন বাছাইয়ে বিবেচ্য বিষয়াদি:**

৩.২.১ বর্ণিত কারিগরি, গুণগতমান নিশ্চয়তা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে সক্ষমতার প্রমাণাদি ও পরিকল্পনা;

৩.২.২ বিনিয়োগ সক্ষমতা (ব্যাংক সলভেন্সি/অডিট রিপোর্ট);

৩.৩ **প্রাথমিক অনুমতি প্রদান:**

৩.৩.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি আবেদন প্রাপ্তির ২(দুই) মাসের মধ্যে আবেদনসমূহ যাচাই অন্তে সুপারিশ পেশ করবে।

৩.৩.২ বাছাই কমিটির ইতিবাচক সুপারিশের ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিশোধনাগার স্থাপনে প্রাথমিক অনুমতি প্রদান করবে।

৩.৩.৩ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অনুসরণীয় পদ্ধতি (SOP) প্রতিপালন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থান ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের শর্ত আরোপনীয় হবে;

৩.৩.৪ প্রাথমিক অনুমতি পত্রে প্রদত্ত শর্ত/শর্তসমূহ আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনীয় হবে।

৩.৪ **স্বর্ণ পরিশোধনাগার কর্তৃক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:**

স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনে প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার পর পরিশোধনাগার কর্তৃক গৃহীত/ গৃহীতব্য কাজের উপর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। বৎসর শেষে তা কারিগরি কমিটি কর্তৃক যাচাই করা হবে।

৩.৫ **প্রদত্ত অনুমতি স্থগিত/বাতিলকরণ:**

কোন পরিশোধনাগার SOP-তে বর্ণিত অনুসরণীয় পদ্ধতি অনুসরণে ব্যর্থ হলে তার অনুকুলে প্রদত্ত অনুমতি পত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয় স্থগিত/বাতিল করতে পারবে। উপযুক্ত কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ তার এ সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা বা পুনঃমূল্যায়ন করতে পারবে। কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত কারণে প্রদত্ত অনুমতি স্থগিত/বাতিল করতে পারবে:

১. পরিশোধনাগারের মালিকানায় পরিবর্তন ঘটলে এবং নতুন মালিক তাদের যথাযথ বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে;

২. বর্ণিত কারিগরি নির্দেশনা, বিশুদ্ধতা/মান ও কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে;

৩. আবেদনের সময় কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পরিশোধনাগার স্থাপন ও পরিচালিত না হলে অথবা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ না করলে;

৪. **অনুমতি পত্রে** বর্ণিত শর্তসমূহ যথাযথ প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে;

৫.দেশে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আাইন-বিধির সাথে সাথে সাংঘর্ষিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকলে;

৬. পরিশোধনাগার দেউলিয়া ঘোষণার প্রক্রিয়ায় থাকলে।

৪. **পরিশোধনাগার স্থাপনের সময়সীমা:** অনুমতিপত্র প্রদানের ২(দুই) বছরের মধ্যে পরিশোধনাগার স্থাপনের কাজ শেষ করতে হবে।

৫. **পরিদর্শন:** আবেদনের সাথে দাখিলকৃত পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিশোধনাগার ও সংশ্লিষ্ট স্থাপনা বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম, সক্ষমতা এবং অনুমতি পত্রে বর্ণিত শর্তসমূহ যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটির প্রতিনিধিগণ অনুমতিপত্র প্রদানের ৬(ছয়) মাস পর প্রাথমিক পরিদর্শন পরিচালনা করবে। প্রদত্ত শর্ত পুরণে দৃশ্যমান কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হলে অনুমতিপত্র বাতিলসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গঠিত কমিটি সুপারিশ করতে পারবে। এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬. **বিনিয়োগ:**

৬.১ কোম্পানির নামে Authorized Capital হিসেবে ১০০০ (একহাজার) কোটি টাকা এবং ন্যূনতম ১০০ (একশত)কোটি টাকা Paid Up Capital হিসেবে থাকতে হবে।

৬.২ পরিশোধনাগারটি নিজস্ব জমিতে স্থাপিত হবে এবং জমির পরিমাণ হবে অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যূনতম ২০(বিশ) বিঘা। কোন ভাড়া, লীজ করা সম্পত্তিতে পরিশোধনাগার স্থাপন করা যাবে না;

৬.৩ পরিশোধনাগারসহ জুয়েলারী শিল্পের সকল ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের জন্য দেশিয় বিনিয়োগ-কে প্রাধান্য দেয়া হবে;

৭. **ব্রান্ডিং:** রপ্তানি বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে স্বর্ণ পরিশোধনাগার-কে নিম্নবর্ণিত ব্রান্ডিং কার্যক্রম গ্রহণ:

৭.১ দেশিয় পরিশোধনাগারে উৎপাদিত স্বর্ণবার এ Iconic Symbol ব্যবহার যা বাংলাদেশ-কে প্রতিনিধিত্ব করে;

৭.২ স্বর্ণ পরিশোধনাগার কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মার্কেট রেগুলেটরী এসোসিয়েশন এবং স্বর্ণ খাতের আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ গ্রহণ;

৭.৩ Good delivery list এর তালিকাভুক্ত হতে কার্যক্রম গ্রহণ;

৭.৪ স্বর্ণ পরিশোধনাগার কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত সুপারভাইজার এবং রেফারি নিয়োগ প্রদান;

৭.৫ Global Precious Metal Code এবং Responsible Sourcing Program এর নীতিমালার আলোকে স্বর্ণবারের মান এবং কাঁচামালের উৎসসমূহ জেনে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান তৈরিকরণ;

৭.৬ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Third Party Audit এর ব্যবস্থাকরণ।

৮. কাঁচামালের উৎস:

৮.১ অপরিশোধিত/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আকরিকের অব্যাহত ও নিরবিচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে ১০০ টন স্বর্ণের মজুদ রয়েছে এরূপ এক বা একাধিক স্বর্ণখনি এবং বাৎসরিক ১০ টন আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ (DORE) সরববরাহ করার সক্ষমতা রয়েছে এরূপ আন্তর্জাতিক মানের এক বা একাধিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর সম্পাদন করতে হবে;

৮.২ আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য উৎস্য হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে যা কোন ধরণের Money Laundering এর সাথে জড়িত নয় এবং যার উপর আন্তর্জাতিক কমিউনিটি কর্তৃক কোন ধরণের Sanctions নাই;

৮.৩ যে সব স্বর্ণ খনি হতে স্বর্ণ আকরিক আমদানি করা হবে তা Highest Grade Gold Mine এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯. কাঁচামাল আমদানি :কেবলমাত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত স্বর্ণ পরিশোধনাগার/স্বর্ণ পরিশোধনাগারসমূহ কাঁচামাল হিসেবে অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক (Ore)/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ (Dore) আমদানি করতে পারবে। কাঁচামাল আমদানিতে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/পদ্ধতি এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমোদিত ডিলার হিসেবে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায়িক ডিলার এবং পরিশোধনাগারের ডিলার পৃথক হবে।

৯.১ **রপ্তানিকারকের নিকট হতে নিম্নলিখিত ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে:**

৯.১.১ আমদানিকৃত অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক (ORE)/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ (DORE) এর সাথে রপ্তানিকারক দেশের Certificate of Origin দাখিল করতে হবে;

৯.১.২ মান/বিশুদ্ধতা বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ল্যাবরেটরি রিপোর্ট দাখিল করতে হবে;

৯.১.৩ আকরিকে কি পরিমানে Heavy Metal আছে তার ঘোষণা থাকতে হবে;

৯.১.৪ আমদানিকৃত দ্রব্যে কোন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য বা বিপদজনক কোন বর্জ্য নেই মর্মে ঘোষণা পত্র দাখিল করতে হবে অথবা পরিবেশ অধিদপ্তর হতে Prior Informed Consent (PIC) গ্রহণ করতে হবে;

৯.১.৫ কোন অবস্থাতেই পরিশোধনাগারে ব্যবহারের জন্য ৯৫০.১ হতে ৯৯৯.৯ PPT মানের স্বর্ণের বার আমদানি করা যাবে না।

৯.২. আমদানিকৃত ORE ও DORE এর মান নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম:

৯.২.১ আমদানি প্রান্তে ঘোষিত মান/বিশুদ্ধতা বিষয়ে বিএসটিআই অথবা বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) কর্তৃক স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে নিশ্চিত সনদ নিতে হবে।

৯.২.২ ঘোষিত মান/বিশুদ্ধতা বিষয়ে বিএসটিআই অথবা বিএবি কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফলাফলে তারতম্য দেখা দিলে বিএসটিআই এর ফলাফল প্রধান্য পাবে।

৯.২.৩ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC) এর সনদ গ্রহণযোগ্য হবে;

৯.২.৪ আমদানিকৃত ORE ওDORE এর মান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণে বিএসটিআই-কে অনুরোধ করা হবে। কারিগরি দিক হতে সক্ষমতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত রপ্তানিকারক দেশের Certificate of Origin এবং তাদের নিকট হতে দাখিলকৃত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ল্যাবরেটরি রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য হবে।

৯.৩ **আমদানি স্বত্ব:** স্বর্ণ পরিশোধনাগারে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কাঁচামাল (অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ), মূলধনী ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির আমদানি স্বত্ব বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক নির্ধারিত হবে। কাঁচামাল (অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ), মূলধনী ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির আমদানিকরণে আমদানি নীতি আদেশ এবং দেশে বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

৯.৪ **কেমিক্যাল আমদানি:** আমদানি নীতি আদেশ এবং দেশে বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক পরিশোধনাগারের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কেমিক্যাল আমদানি করা যাবে;

১০. স্বর্ণ পরিশোধনাগারে নিজস্ব পরীক্ষাগার স্থাপন:

১০.১ স্বর্ণমান/বিশুদ্ধতা পরীক্ষার লক্ষ্যে স্বর্ণ পরিশোধনাগারে নিজস্ব পরীক্ষাগার স্থাপন করতে হবে;

১০.২ পরীক্ষাগারের জন্য দেশিয় ও আন্তর্জাতিক এ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণ করতে হবে;

১০.৩ পরীক্ষাগার-কে হলমার্ক সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হলমার্ক সেন্টারে X Ray Fluoresence Spectrometer এবং Fire Assay System অবশ্যই থাকতে হবে;

১০.৪ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মেশিনারিজ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে;

১০.৫ পরীক্ষাগার-কে ০০.০০-৯৯৯.৯ PPT মান/বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় সক্ষম হতে হবে।

১১. নিরাপত্তা:

১১.১ ভৌত অবকাঠামো নিরাপত্তাজনিত দিক হতে আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে;

১১.২ পরিশোধনাগার এর জন্য Key Point Installation (KPI) পদ্ধতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১১.৩ দেশের অভ্যন্তরে পরিবহনের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পরিবহন ব্যবস্থাসহ সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে;

১১.৪ প্রয়োজনে এ ধরণের পরিবহনের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করতে হবে;

১১.৫ পরিশোধনাগার ও ওয়্যারহাউজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকতে হবে;

১১.৬ এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ইন্সুরেন্স কাভারেজ থাকতে হবে।

১২. **পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:** স্বর্ণ পরিশোধনাগারের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বায়বীয়পদার্থ যথা: লেড অক্সাইড (PbO),নাইট্রাস অক্সাইড (NO),নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO2) প্রভৃতি এবং তরল বর্জ্য হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCL) নাইট্রিক এসিড (HNO3) পাওয়া যায়। এছাড়া বিপুল পরিমানে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর ভারী ধাতু মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য,ধাতু দন্ড ও স্লাজ (Sludge) সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ধরণের বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

১২.১ স্বর্ণ পরিশোধনাগারে উৎপাদিত বিষাক্ত বায়বীয়/গ্যাসীয় নিঃসরণ পরিশোধনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ পরিশোধন ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে;

১২.২ স্বর্ণ পরিশোধনাগারে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপনসহ যথাযথ পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

১২.৩ স্বর্ণ পরিশোধনাগারে উৎপাদিত ক্ষতিকর ভারী ধাতু মিশ্রিত বিপুল পরিমানে কঠিন বর্জ্য, ধাতু দন্ড ও স্লাজ (Sludge) নিরাপদভাবে সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত Storage Facility থাকতে হবে।

১২.৪ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত বিপুল পরিমান কঠিন বর্জ্য, ধাতু দন্ড ও স্লাজ (Sludge) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পুনপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত উপায়ে সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

১২.৫ Water Reservior এর ব্যবস্থা রাখতে হবে;

১২.৬ পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে সনদ গ্রহণ করতে হবে।

১৩. কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষার লক্ষ্যে কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে:

১.	অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	যুগ্মসচিব (রপ্তানি-১), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	বুয়েট এর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ হতে উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering হতে উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	বাংলাদেশ ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	পরিবেশ অধিদপ্তর এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	**বাংলাদেশ** বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)'র উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	**সংশ্লিষ্ট ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের** উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১৩.	উপসচিব (রপ্তানি-১), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।	সদস্য সচিব

কারিগরি কমিটির কর্মপরিধি:

ক. স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপন ও পরিচালনায় চূড়ান্ত অনুমতি প্রদানের জন্য সুপারিশ প্রদান;

খ. স্বর্ণের বিশুদ্ধতা/মান এবং রিফাইনারির পরিবেশগত ও **সংশ্লিষ্ট** কমপ্লায়েন্স বিষয়ে বছরে অন্তত ১(এক) বার অডিট সম্পন্নকরণ;

গ. অডিট রিপোর্ট মতামতসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

ঘ. কোম্পানি কর্তৃক Third Party'র মাধ্যমে পরিচালিত অডিট পর্যালোচনা করা;

ঙ. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

চ. গোল্ড রিফাইনারি সম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানসমূহ ভিজিট করবে;

ছ. কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

১৪. **গুণগতমান সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশাবলী:**

১৪.১ স্বর্ণবার এবং কয়েন এর ওজন, আকার, দৈর্ঘ, প্রস্থ, পুরুত্ব ও মসৃনতা দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদানুসারে প্রস্তুত করা যাবে;

১৪.২ গোল্ডবার গ্রাফাইট বা কাস্ট আয়রন এর মোল্ডের উপর নির্মিত হতে হবে;

১৪.৩ গোল্ডবারের আকৃতি অবশ্যই ধাতুপিন্ড (Ingot) আকার হতে হবে;

১৪.৪ বারের উপরিভাগে কোন প্রকার ক্ষত, গর্ত বা স্বচ্ছতার অভাব থাকবে না;

১৪.৫ অতিরিক্ত মাত্রায় সংশোধন করা যাবে না। বারের চতুর্পাশ এবং নিম্নভাগ যথাসম্ভব সমতল থাকতে হবে। বারের প্রলেপগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৪.৬ গোল্ডবারের মার্কসের এর ভিতর নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে:

(ক) রিফাইনারির ছাপ (Stamp) যার মাধ্যমে রিফাইনারির পরিচয় এবং অবস্থান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে;

(খ) বারের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার ছাপ (Assay Mark) বারে থাকতে হবে;

(গ) প্রতিটি বারের ক্রমিক নম্বর সর্বোচ্চ ১১ সংখ্যায় হতে হবে;

(ঘ) ১১ সংখ্যার ক্রমিক নম্বরের প্রথম দিকে বার উৎপাদনের বৎসর ও মাস উল্লেখ থাকতে হবে, প্রথম দিকে উল্লেখ না থাকলে উৎপাদন বৎসর ও মাস পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। Font এর আকার ন্যূনতম ১২ MM হতে হবে;

(ঙ) সকল অক্ষরের (Font) আকার একই মাপের হতে হবে;

(চ) বারের ওজন ছাপের মধ্যে রাখা যাবে না;

(ছ) ক্ষেত্র বিশেষে সনদ বা সার্টিফিকেট প্রদান করা যেতে পারে;

(জ) বিশুদ্ধতা/স্বচ্ছতা PPT মানে থাকতে হবে।

১৫. **পরিশোধনাগারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা:**

১৫.১ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিশোধনাগারের অনুসরণে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে রপ্তানি বাজারের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা যায়;

১৫.২ দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৫.৩ জনবল নিয়োগে নিয়োগ পত্র (Appointment Letter)/চুক্তি পত্র (Contract Letter) প্রদান;

১৫.৪ পরিশোধনাগারে কর্মরত জনবলের জন্য সুরক্ষিত কর্ম পরিবেশ তৈরি এবং সুরক্ষামূলক পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৫.৫ স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত ইন্সুরেন্স এর ব্যবস্থা থাকতে হবে;

১৫.৬ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে সকল ক্ষেত্রে সঠিক ডকুমেন্টেশন ও রেকর্ড কিপিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৬. স্বর্ণবার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ:

স্বর্ণবার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী স্বর্ণবার উৎপাদন করতে পারবে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত রাখতে হবে।

১৭. প্রণোদনা:

রপ্তানি বাজারে প্রবেশের জন্য শুল্ক বন্ড সুবিধা প্রদান, ব্যয়বহুল ও আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ বিবেচনায় উৎপাদন শুরু হওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর সুবিধা এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ও পরিশোধনাগারে ব্যবহৃত Consumable আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১৮. প্রতিবেদন প্রেরণ:

১৮.১ স্বর্ণ নীতিমালা-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ এর অনুচ্ছেদ ৩.৯ মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ এর নিকট স্বর্ণ আকরিক আমদানি, স্বর্ণ বার ও স্বর্ণ কয়েন বিক্রয়-সরবরাহ ও মজুদ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

১৮.২ প্রয়োজনে স্বর্ণ নীতিমালা-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ এর রিপোর্টিং ফরমেট উপযোগিকরণ করা হবে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.